বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার ভূতপূর্ব আমীর,
মরহুম হজরত মৌলানা ছৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আল্লামা জিল্লুর রাহমান (মরহুম)

প্রকাশক ঃ
হামিদুর রহমান
৫৫/১, মধ্য বাসাবো
ঢাকা-১২১৪

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ - এপ্রিল - মে সংখ্যা আল্ হেদায়েত ১৯২৬ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ পাক্ষিক আহ্মদী , নভেম্বর ১৯৩৯ইং
পুনঃ প্রকাশ ঃ (বুকলেট আকারে) জানুয়ারী ২০০৩ইং

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

প্রাথমিক যুগের বুযূর্গ আহমদীদের জীবন চরিত বর্তমান প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়া এক প্রয়োজনীয় চাহিদা। আমার পিতা মরহুম জিল্লুর রাহমান সাহেবের জীবনী রচনার সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহকালে ভাই হামিদুর রহমান আমার আব্বার রচিত মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমাকে দেয়। যা সে জনাব জাহাঙ্গীর বাবুলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। এ জন্যে আমি উভয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। সর্বপ্রথম ১৯২৬ সনে আল্-হেদায়েত পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালে পাক্ষিক আহমদীতে পুনঃপ্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের জীবনী আহমদীয়তের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আল্লাহ্তাআলার ফযল ও বরকত লাভের জন্য সংক্ষিপ্ত জীবনী নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়া হলো।

ঢাকা
১১ জানুয়ারী, ২০০৩

দোয়া প্রার্থী
মুজীব-উর-রহমান

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার ভূতপূর্ব আমীর, মরহুম হজরত মৌলানা ছৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

করুণাময় আল্লাহ্‌তা'আলার আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলমান স্বকীয় স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহকে আয়ত্তাধীন রাখিবার জন্য এক মাস কাল রোজা-ব্রত পালন করিয়া থাকেন, চন্দ্র বৎসরের রমজান মাসই রোজার নির্দিষ্ট সময়। রমজান মাস আসিলে মুসলমান জগতে আধ্যাত্মিকতার যে স্নিগ্ধ সমীরণ বহিতে থাকে, – ইহা ধর্ম্মপ্রাণ কোন মোসলমানেরই অবিদিত নাই। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও পবিত্র রমজান আসিয়াছিল আমাদের লুপ্ত শক্তিসমূহকে জাগরিত করিবার জন্য- এবং চলিয়া গেল এই ইঙ্গিত করিয়া যে মানব মানসিক প্রবৃত্তি এবং ঐন্দ্রিয়িক শক্তিসমূহকে সংযত করিতে পারিলেই আল্লাহ্‌তা'লার সন্তোষ ও সান্নিধ্য এবং অনন্ত আনন্দ লাভ করিতে পারে।

এবারকার রমজান যেন বাঙ্গালার আহমদীদের জন্য একটা নতুন ভাব ও নূতন শিক্ষা নিয়া আসিয়াছিল; তাই বাঙ্গালার আহমদী ইতিহাসের একটা নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়া গেল। আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণ দেখিতে পাইবে- বাঙ্গালার বর্তমান আহমদী ইতিহাসের আলোচ্য মনিষিগণের জীবন-সংগ্রাম, - তাহাদের চরিত্রের সৎবৃত্তিগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে কতদূর কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে। এস্থলে আমরা এই আহমদী ইতিহাসের মূলে যে জীবনী-শক্তি এত দিন কাজ করিয়াছে তাঁহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিব।

বাঙ্গালার আহমদী ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ববঙ্গের স্বনাম-খ্যাত আল্লামা,-বেঙ্গল আহমদীয়া এসোসিয়েশনের আমীর হজরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব 'কুদ্দেসা সির্-রহুর' মূল্যবান জীবনী হইতে,- যিনি ৭২ বৎসর ৮ মাস ১৮ দিবস বয়সে এই পবিত্র রমজান শরিফের প্রথম জুম্মার রাত্রে- অর্থাৎ ১৩৩২ বাং সালের ৪ঠা চৈত্র মোতাবেক ১৯২৬ইং সালের ১৮ই মার্চ বৃহস্পতিবার দিবা গত রাত্রি ৯টা ২৩ মিনিটের সময় ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ীয়াস্থ তাঁহার নিজ বাটীতে ইহকাল

পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মৌলা-সন্নিধানে **মহা-প্রস্থান করিয়াছেন**। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহারই জীবনের কতিপয় মোটমোটি ঘটনা উল্লেখ করিব।

মানুষ জন্মে এবং মরে ইহাই জগতের চিরন্তন নিয়ম; এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেহ কখনও কল্পনাও করে নাই এবং আশাও করিতে পারে না। কিন্তু যে **সকল পুরুষ-শ্রেষ্ঠ স্বাভাবিক ইতর প্রবৃত্তিগুলিকে দমন ও সদবৃত্তি-নিচয়কে সতেজ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং যাঁহাদের কর্ম্ম-শক্তি জগতের কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের সারথী হইয়া জগৎবাসীদিগকে মুক্তির পথে টানিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে তাঁহারাই মনুষ্য সমাজে আদর্শ স্থান অধিকার করিয়া জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন**। মরহুম মৌলানা সাহেবও তাঁহাদেরই অন্যতম।

মৌলানা সাহেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন পূর্ববঙ্গের এক বিখ্যাত পীর বংশে, ত্রিপুরা জিলায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমাধীন জেঠা-গ্রামে তাঁহার পিতৃ-ভবন এখনও বিদ্যমান আছে।

তাঁহার পিতা মৌলবী ছৈয়দ জওয়াদুল্লা সাহেব একজন খ্যাত-নামা পীর ও মুত্তাকী বলিয়া মশহুর ছিলেন,- তিনি শ্রীহট্ট জিলার 'তরফ' পরগণার সুলতানসী গ্রামে তত্রত্য জমিদার সৈয়দ আম্বর আলী সাহেবের এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং এই পক্ষ হইতেই সুলতানসী গ্রামে মরহুম মৌলানা সাহেবের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্য-জীবনের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমাদের জানা নাই, তবে তিনি বাল্য-কালের অধিকাংশ সময়ই যে, 'তরফ' কাটাইয়াছেন একথা আমরা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি।

যদিও সামান্য আরবী-পার্শী শিক্ষা করিয়া মুরিদানের দিকে লক্ষ্য করা ও বিষয়-সম্পত্তির দিকে মনোযোগী হওয়াই তাঁহার পিতার আধুনিক ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সহস্র সহস্র টাকা আয়ের একটা প্রকাণ্ড উপায় থাকা সত্ত্বেও মৌলানা সাহেব তাহা পছন্দ করিলেন না। মুরিদানের দানের উপর জীবিকা নির্বাহ তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল এবং আরবী-পার্শী ভাষায় ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বিশেষভাবে বুৎপত্তি লাভ করিবার প্রবল অনুরাগ তাঁহাকে বাটী হইতে বাহির হইয়া প্রবাসে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিল।

বাল্যাবস্থা শেষ হইতে না হইতেই এক দিন তিনি পিতাকে না বলিয়াই ঢাকা চলিয়া যান এবং ঢাকা গভর্ণমেন্ট মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া আরবী ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে সচরাচর তিনি ক্লাশের প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ মেধা, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, মস্তিষ্কের তেজস্বিতা ও চরিত্রের সততা শিক্ষক-মন্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এস্থলে আর একটা কথা না বলিলে তাঁহার চরিত্রের অঙ্ক অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে- তাহা এই যে, বাড়ী হইতে না বলিয়া চলিয়া যাওয়ায় তিনি বাড়ী হইতে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য পান নাই এবং তিনি কখনও কাহারও নিকট কোন সাহায্য চানও নাই। তিনি বাল্যাবস্থা হইতেই এরূপ স্বাবলম্বী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁহার সুদীর্ঘ ছাত্র-জীবনে পিতা কিম্বা অপর আত্মীয় স্বজন কাহারও নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই বরং নিজেই নিজের খরচের অর্থ কষ্টে-সৃষ্টে উপার্জন করিয়া লইতেন। ঢাকায় অবস্থানকালে প্রাইভেট টিউশনের বিনিময়ে নওয়াব বাড়ীতে আহার ও বাসস্থানের সংস্থান করিয়া লইয়া ছিলেন এবং ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করার ফলে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। এই সকল কার্য্য দ্বারাই ঢাকা মাদ্রাসার শিক্ষা-লাভ কার্য্য চলিয়াছিল।

ঢাকা কলেজের শিক্ষা-লাভ শেষ হইলে তিনি হিন্দুস্থান চলিয়া যান এবং হিন্দুস্থানের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষালয় পর্যবেক্ষণ করিয়া অবশেষে লক্ষ্ণৌ ফেরেঙ্গী মহলের জগদ্বিখ্যাত আল্লামা মৌলানা আব্দুল হাই সাহেবের অধ্যাপনার অধীনে জ্ঞানার্জন করিতে থাকেন। এখানকার শিক্ষা শেষ হইলে মৌলানা আব্দুল হাই সাহেব তাঁহাকে হায়দরাবাদ ষ্টেটে ৫০০/= টাকা বেতনের কোন এক উচ্চ পদে নিযুক্ত হওয়া স্থির করিয়া ছিলেন, কিন্তু মরহুম মৌলানা সাহেবের স্বাস্থ্য হায়দরাবাদের মত গ্রীষ্ম-প্রধান স্থানে বাস করার অনুকূল না থাকায় ঐ চাকুরী গ্রহণে তিনি স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। ঢাকা গভর্ণমেন্ট মাদ্রাসার মুদার্‌রেছে-ছওমের পদের নিযুক্তি-পত্র পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও পীড়িত হইয়া পড়ায় তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

বিশ্বস্রষ্টা তাঁহাকে যেন এক অজানিত মহৎ-উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় রাখাই স্থিরী-কৃত করিয়া ছিলেন এবং তদ্-প্রভাবেই যেন তিনি ব্রাহ্মণ-বাড়িয়াতেই বাস করা পছন্দ করিলেন।

তাঁহার পিতৃ-ভবনও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকোমার অধীন অদূর জ্যেঠাগ্রামে ছিল, ইচ্ছা করিলে তিনি সেখানে থাকিয়া পৈত্রিক মুরিদান হইতে অগাধ অর্থ উপার্জন করিয়া প্রভূত অর্থশালী হইতে পারিতেন, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুরিদানের দানের উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। পার্থিব অর্থের প্রতি তাঁহার মন সাংসারিক লোকের ন্যায় প্রবলভাবে কখনও আকৃষ্ট হইত না। আরবী পার্শী এবং ধর্ম-শাস্ত্রে তিনি যে অগাধ বুৎপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন তাহাতে ইচ্ছা করিলে তিনি যে কোন উপায়ে সহস্র সহস্র টাকা উপার্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু পার্থিব সম্পদের আকর্ষণ তাঁহাকে কখনও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট বা কর্তব্যে উদাসীন কতে পারে নাই। তিনি ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া আসিয়া প্রথমে দীনিয়াত (ধর্ম্ম) শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এক মাদ্রাসা খুলেন এবং 'এলমে-দ্বীন' বা ধর্ম্ম-শাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং ইহার ফলেই এই অঞ্চলে বহু লোক আলেম বলিয়া খ্যাত। ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া অন্নদা হাই স্কুলের কমিটি কর্তৃক অনুরূদ্ধ হইয়া তিনি ঐ স্কুলে আরবী পার্শির শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া মোসলমান সমাজের আগ্রহে তিনি এখানকার কাজি নিযুক্ত হন।

এই সমস্ত উপায়ে তাঁহার যাহা উপার্জন হইত তদ্বারাই ভদ্রজনোচিতভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া ক্রমশঃ ধর্ম্ম-গ্রন্থ ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন এবং কালক্রমে তিনি একটা প্রকাণ্ড লাইব্রেরী করিয়া ফেলেন। বঙ্গদেশের কোন একজন আলেমের এত বড় একটা লাইব্রেরী আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি সর্ব্বদা গ্রন্থাদি অধ্যয়নে লিপ্ত থাকেন এবং এমনি একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিতেন যে দেখিলে মনে হইত যেন তিনি সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

প্রত্যহ রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন তাহার নিত্য অভ্যাস ছিল। দিবসের প্রত্যেক অবসর সময়, এমন কি, স্কুলের বিশ্রাম ঘন্টায় পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকিতেন।

এইভাবে তাঁহার জীবনের একটা প্রধান অংশ তিনি ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়ায় কাটাইয়া দেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার সততা, ন্যায়-পরায়ণতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় এবং আধ্যাত্মিকতায় হিন্দু মোসলমানের হৃদয়ে উচ্চ আসন অধিকার করিয়া লইলেন। বিধাতার নিপুণ হস্ত তাঁহাকে বাঙ্গালায়

আহমদীয়তের বীজ বপন করিতে যেভাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়ার বিখ্যাত উকীল মুন্সী মোহাম্মদ দৌলত খাঁ সাহেব (মরহুম), মৌলানা সাহেবের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। খাঁ সাহেব মরহুম লাহোরের বিখ্যাত হেকিম মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন কোরেয়শী সাহেবের "মুফার্‌রাহে আম্বরী" নামক ঔষধ আনাইতেন। একদিন উল্লিখিত হেকিম সাহেব ঔষধের সঙ্গে হযরত মসিহ মাওউদ হজরত মির্জ্জা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবী সম্বন্ধীয় একখানা বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দেন। উকিল সাহেব উক্ত বিজ্ঞাপন প্রাপ্তে তাহার মর্ম্মাবগত হইবার জন্য মৌলানা সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। মৌলানা সাহেব বিজ্ঞাপন খানা বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নান্তে আশ্চর্য হইয়া পড়েন এবং ইহা "অবহেলার বিষয় নহে" বলিয়া তহ্‌কিকাত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং হজরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সঙ্গে ক্রমান্বয়ে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হইতে থাকে। যদিও হজরত মৌলানা সাহেব হযরত মসিহ্‌ মাউদকে (আঃ) নানাবিধ প্রশ্ন ও তাঁহার কোন কোন কথার প্রতিবাদ করিয়া চিঠি লিখিতেন তথাপি আল্লার প্রেরিত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে তাঁহাকে সত্যানুসন্ধিৎসু ধর্ম্মপিপাসু জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই পূত-কর-কমল লিখিত কোন কোন পত্রাদিতে উল্লেখ করিয়াছেন। হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য মৌলানা সাহেব গভীরভাবে গ্রন্থাদির আলোচনা করিতে থাকেন। ১৯০২ ইং হইতে ১৯১২ইং পর্য্যন্ত তিনি এই কাজে নিজের দেহ-মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে ১৯০৮ সনে হজরত মসিহে মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত-ধামে চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার স্বনাম-খ্যাত প্রতিনিধি হজরত হেকীম মৌলানা হাজী নুরদ্দিন সাহেবের খেলাফতের সময় ১৯১২ ইং সনে মৌলানা সাহেব মরহুম হজরত আকদাছ হজরত মির্জ্জা গোলাম আহমদের (আঃ) সত্যতা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তাঁহাকে গ্রহণ করার প্রবল বাসনা তাঁহার হৃদয়ে উপজাত হয়।

জমানার ইমামের জীবনের একটা দীর্ঘ সময় হাতে পাইয়াও যে তিনি তাঁহার সদব্যবহার অর্থাৎ তাঁহার হাতে বয়েত করিতে পারিলেন না এই

বুক-ভরা আফছোছ ও মনোবেদনা লইয়া তিনি বৃদ্ধ বয়সে স্বয়ং কাদিয়ান যাইয়া বয়েত করিতে স্থির-সংকল্প হন এবং পীড়া-জনিত ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও দুর্ব্বলতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া যেন যৌবনের সাহস লইয়া ভক্ত-ত্রয়ের সমভিব্যহারে তিনি ১৯১২ ইং অক্টোবর মাসে কাদিয়ান শরিফ অভিমুখে রওয়ানা হন।

পথিমধ্যে হিন্দুস্থানের সুবিখ্যাত আলেম-মণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সত্যতা সম্বন্ধে বহছ-মুবাহাছা এবং আলাপ-আলোচনা করিতে করিতে তিনি কাদিয়ান উপস্থিত হন। যে সকল প্রসিদ্ধ আলেমগণের সঙ্গে তাঁহার এ বিষয়ে তর্ক হইয়াছিল তাহাদের কতিপয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল। যথাঃ

মৌলবী আহমদ রেজা খাঁ বেরলবী, মৌলবী আইনুল কুজাত সাহেব লক্ষ্নবী, মৌলবী আব্দুল বারী সাহেব লক্ষ্নবী, মৌলবী আব্দুল্লা সাহেব টৌকী, মৌলবী শিবলী সাহেব নুমানী, মৌলবী আব্দুল হক সাহেব মুছান্নেফে-তফছির হক্কানী, মৌলবী ছানাউল্লা অমৃতসরী ও মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী গং। এই সফরের বিস্তৃত ছফর-নামা হজরত মৌলানা সাহেব স্বহস্তে লিখিয়াছেন। এই ছফর-নামার ৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তিনি স্বয়ং প্রেসে দিয়া প্রোফ দেখিয়া গিয়াছেন। বাকী সামান্য কয়েক পৃষ্ঠা শীঘ্রই মুদ্রিত হইয়া কেতাব আকারে অনতিবিলম্বে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জোমনে আহমদীয়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে।*

মৌলানা সাহেব কাদিয়ান শরিফে হজরত মসিহে মাওউদের (আঃ) প্রথম খলিফা হজরত মৌলানা নুরদ্দিন সাহেবের (রাঃ) হাতে বয়েত করিয়া কতক দিন তথা অবস্থান করেন, তৎপর হজরত খলিফাতুল মসিহের অনুমতিক্রমে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ফিরিয়া আসিলে পর এখানকার অন্ধ-বিশ্বাস অর্দ্ধ-শিক্ষিত মোসলমান ও মোল্লার দল হজরত ইমাম মাহ্‌দীকে (আঃ) গ্রহণ করিলে তাহাদের 'হালওয়া-রুটির' পথ সংকীর্ণ হইয়া আসে এবং অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায় দেখিয়া তাহারা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল

---

* খোদাতালার ফজলে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেতাবের নাম জজ্‌বাতুল-হক্। ইহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন অফিসে মজুদ আছে। উৎসুক ভ্রাতা-ভগ্নিগণ ক্রয় করিয়া নিয়া পাঠ করিতে পারেন-সঃ আঃ।

এবং তাহারা মৌলানা সাহেবের বিরুদ্ধাচরণে কোমর বাধিয়া লাগিল এবং বয়কট করিয়া ও নানা উপায়ে মৌলানা সাহেবকে তাঁহার অবলম্বিত সেলসেলা হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা আরম্ভ করিল। কিন্তু হজরত মৌলানা সাহেবের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও ন্যায়-নিষ্ঠা দেশের একদল ধর্ম্ম-প্রাণ মোসলমানের মনোযোগ আকর্ষণ করিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহারা মৌলানা সাহেবের হাতে দীক্ষিত হইয়া পবিত্র আহমদী সিলসিলাভুক্ত হইতে লাগিলেন এবং দিনে দিনে বহু সংখ্যক লোক মৌলানা সাহেবের মতের পোষকতা করতঃ তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্ম-পথের অনুসরণ পূর্ব্বক ঐ সিলসিলা গ্রহণ করিলেন। আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, হজরত খলিফাতুল মসিহ্ আওয়াল (রাঃ) তৎসময়েই তাঁহাকে অপরের বয়েত গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া ছিলেন।

যদিও দেশের বহু সংখ্যক লোক অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অর্থ-লোভী মোল্লাদের অনুকরণে আহমদী জমাতের শত্রুতা করিতে ক্রুটি করে নাই, এমন কি, আহমদীগণের পথ-ঘাট, অগ্নি-জল ইত্যাদি পর্যন্ত বন্ধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছে এবং নানাভাবে আহমদীগণকে নির্য্যাতন করিয়াছে তথাপি আল্লাহ্তালার অনুকম্পায় আহমদীয়া জমাত দিনদিন উন্নত হইতে লাগিল এবং গয়ের-আহমদীদের মধ্য হইতে প্রায়ই কোন না কোন লোক আহমদী জমাতের সত্যতা উ্পলব্ধি করিয়া আহমদী জমাতে ভর্ত্তি হইতে লাগিল এবং অতঃপর হযরত মুফ্তি মোহাম্মদ ছাদেক সাহেবের তাহরিকে এখানে এক আঞ্জোমন কায়েম করা হইল এবং তখন হইতে আহমদিগণ জুমার নামাজ পড়িতে আসিলে প্রত্যহ এক পয়সা দুই পয়সা করিয়া চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। তৎসময় হজরত মৌলানা সাহেব প্রেসিডেন্ট এবং মুন্সী মোহাম্মদ দৌলত খাঁ সাহেব সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

হজরত খলিফাতুল মসিহ্ সানির (আইঃ) জমানায় মৌলানা সাহেব এখানকার জমাতের আমীর নিযুক্ত হন এবং আঞ্জোমনে আহমদীয়া ব্রাক্ষণবাড়ীয়া আরও বাকায়দা আকার ধারণ করে এবং তখন হইতে আহমদীগণ হার নির্দ্ধারিত করিয়া চাঁদা দিতে আরম্ভ করে। আশ্বিন মাসে পূজার ছুটির সময় আঞ্জোমনের বার্ষিক সভা হইতে আরম্ভ হয়। বঙ্গ প্রদেশের সকল আহমদিগণকে লইয়া বেঙ্গল আহমদিয়া এসোসিয়েশন

নামে আঞ্জোমন গঠিত হয়। এরূপে আল্লাহ্‌তালার ফজলে এবং মৌলানা সাহেবের নেতৃত্বে বেঙ্গল আহমদীয়া এসোসিয়েশন ক্রমেই উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। অবশেষে তাঁহার আহমদী জীবনের ১৪ বৎসরের চেষ্টার ফলে সহস্রাধিক আহমদীর এক জমাত ও দুইটি মাসিক পত্রিকা "আহমদী" ও "আল-হেদায়েত" এবং তিন সহস্রেরও অধিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার বার্ষিক আয় রাখিয়া তিনি গত চৈত্র মাসের বর্ণিত তারিখে স্বীয় মৌলা সকাশে মহাপ্রস্থান করেন-ইহা লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তাঁহার ওফাতের পর সমস্ত দিন ধরিয়া হিন্দু মোসলমান জনগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার শব জেয়ারত করেন।

মৌলানা সাহেবের কৃত অছিয়ত অনুযায়ী চট্টগ্রাম কলেজের প্রফেসার মৌলবী আব্দুল লতিফ সাহেব মৌলানা সাহেবের ওফাতের পর-দিন রাত্রি ১১টার গাড়ীতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌঁছিলে পর তিনি হজরত মৌলানা সাহেবের জানাজার নামাজ পড়ান।

তৎপর মৌলানা সাহেবকে তাঁহারই বাটীস্থ বাগানে সমাধিস্থ করা হয়। এইখানেই উল্লিখিত ঋষি কল্প-পুরুষের জীবন্‌ নাট্যোর যবনিকাপাত হয়।

মৃত্যু, আত্মার মুক্তি ও সদগতি লাভ রূপ পথের দ্বার মাত্র। এই দ্বার অতিক্রম ব্যতিরেকে কোন মানুষই স্বীয় অভিষ্ট স্থানে উপনীত হইতে পারে না। জন্ম-মৃত্যু সংসারের চিরাচরিত বিধি-নিয়ন্ত্রিত বিধান; তবে যাঁহারা পার্থিব জীবনে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম উভয় দিক রক্ষা করিয়া কয়টা দিন কাটাইয়া যাইতে পারেন জগতে তাঁহারাই ধন্য। আর যাঁহারা মৃত্যুর পরও সংসারে লোকের স্মরণীয় হইয়া থাকেন জগতে এ মাত্র তাঁহারাই অমর।